48th BCS Preli Program

48th BCS Preli Pioneer Service

Daily Live Exam Bangladesh Affairs-03

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

A খাজা নাজিমুদ্দীন ✔

B নুরুল আমিন

C লিয়াকত আলী খান

D মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

Solution:
ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"।

Question 2

"সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয় কখন?

A ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ ✔

B ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

C ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

D ২০ জানুয়ারি, ১৯৫২

Solution:
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার একটি প্রথম সারির রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে একটি সভায় এই দল গঠন করা হয়।

Question 3

সার্জেন্ট জহুরুল হক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কত নং আসামি ছিলেন?

A ২

B ১৫

C ১৭ ✔

D ১৮

Solution:
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। যার সরকারি নাম "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। বঙ্গবন্ধু এর নামকরণ করেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা'। ষড়যন্ত্র মামলার ২নং আসামি ছিলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল), ১৫নং আসামি ছিলেন মুজিবর রহমান ই.পি.আর.টি.সি ক্লার্ক (কুমিল্লা), ১৭নং আসামি ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী) এবং ১৮নং আসামি ছিলেন মোহাম্মদ খুরশীদ (ফরিদপুর)।

Question 4

ভাষা আন্দোলনের সর্বশেষ শহিদ কে?

A রফিক উদ্দিন

B আব্দুস সালাম ✔

C অহিউল্লাহ

D ওয়াহিদুল্লাহ

Solution:
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিক উদ্দিন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং সর্বশেষ শহিদ আব্দুস সালাম তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি আহত হলেও ৭ এপ্রিল মারা যান। সবচেয়ে কমবয়সী ভাষা শহিদ অহিউল্লাহ (৮ বছর)। ওয়াহিদুল্লাহ ২২ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

Question 5

২১ দফার কোন দফায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়েছে?

A ৯

B ১ ✔

C ১৫

D ১৭

Solution:
১ নং দফা - বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
৯ নং দফা - অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।
১৫ নং দফা - শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।
১৭ নং দফা - শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।

Question 6

"কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কার লেখা?

A গাজিউল হক

B মাহবুব উল আলম চৌধুরী ✔

C আব্দুল লতিফ

D সিকান্দার আবু জাফর

Solution:

কবিতা	কবি
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

Question 7

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয় কবে?

A ২০০১ সালে

B ২০০২ সালে

C ২০১০ সালে ✔

D ২০০৯ সালে

Solution:
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। উদ্দেশ্য: বিভিন্ন দেশের ভাষা সংরক্ষণ, গবেষণা ও চর্চা।

Question 8

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস ‘আর্তনাদ’ কার লেখা?

A শওকত ওসমান ✔

B জহির রায়হান

C সেলিনা হোসেন

D আনিসুজ্জামান

Solution:

আরেক ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি	জহির রায়হান (‘আরেক ফাল্গুন’ ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস)
আর্তনাদ	শওকত ওসমান
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন

Question 9

অধ্যাপক শামসুজ্জোহা কখন নিহত হন?

A ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯

B ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

C ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ✔

D ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯

Solution:
৬৯’র গণঅভ্যুত্থানে শহিদ: ২০ জানুয়ারি- আসাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি- সার্জেন্ট জহরুল হক, ১৮ ফেব্রুয়ারি- অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, ২৪ জানুয়ারি- মতিউর রহমান নিহত হন।

Question 10

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট কতটি আসনে জয়লাভ করে?

A ২৩৬ ✔

B ২২৩

C ২১৩

D ১৪৩

Solution:
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট আসন পায় ২৩৬টি (মুসলিম আসন ২২৩ + অমুসলিম আসন-১৩টি)।

Question 11

‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন কে?

A ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ✔

C আবুল মনসুর আহমদ

D অধ্যাপক আবুল কাশেম

Solution:
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২৪ জুলাই, ১৯৪৭ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জিয়াউদ্দীন আহমদের বক্তব্যের সমালোচনা করে এর বিরোধিতা করেন।

Question 12

কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?

A লাইবেরিয়া

B নামিবিয়া

C হাইতি

D সিয়েরা লিওন ✔

Solution:
বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্যদের অনুপ্রেরণায় ২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর আমাদের ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়।

Question 13

পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয়-

A ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

B ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ ✔

C ২০ অক্টোবর, ১৯৫৮

D ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

Solution:
পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব:) ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে সামরিক আইন জারি করেন। ৮ অক্টোবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ইস্কান্দার মির্জাকে উৎখাত করে ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ২য় বার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন।

Question 14

১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানের সর্বনিম্ন বয়স কত ছিল?

A ১৮

B ৩৫

C ২৫

D ২১ ✔

Solution:
১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ২১ বছর। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন বিধি সংশোধন করে পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে নতুন নির্বাচন বিধি প্রণয়ন করে। এ নির্বাচন বিধি অনুযায়ী-
(i) ২১ বছর বয়সী সকল নাগরিক ভোট দিতে পারবেন।
(ii) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ বছর বয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে।

Question 15

মারী চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?

A ৩০ মে, ১৯৫৪

B ৭ জুলাই, ১৯৫৫ ✔

C ২৩ মার্চ, ১৯৫৬

D ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭

Solution:
মারী চুক্তি, ১৯৫৫:
এই চুক্তি অনুসারে পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের মারীতে।

Question 16

নবকুমার ইন্সটিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান কোন আন্দোলনে শহিদ হন?

A ভাষা আন্দোলন

B গণঅভ্যুত্থান ✔

C ছয় দফা আন্দোলন

D একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

Solution:
১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান শহিদ হন। তার স্মৃতিরক্ষায় নবকুমার ইনস্টিটিউটে স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হায়।

Question 17

'এগার দফা' কখন ঘোষণা করা হয়?

A ১৯৬৯ সালে ✔

B ১৯৬৭ সালে

C ১৯৬৮ সালে

D ১৯৫৪ সালে

Solution:
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ১১ দফা ঘোষিত হয় ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে। ১১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬ দফা। এছাড়াও ১১ দফার উল্লেখযোগ্য বিষয়:
- হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় সব আইন বাতিল।
- ৬ দফা দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
- আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি (১১নং)।

Question 18

আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা ছিল-

A ৪০ হাজার ✔

B ৫০ হাজার

C ৭০ হাজার

D ৮০ হাজার

Solution:
১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার।

Question 19

ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি কে?

A তানভীর কবীর

B হামিদুর রহমান ✔

C হামিদুজ্জামান

D অস্কার বাদল

Solution:
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহিদ মিনার স্থাপিত হলেও এর স্থায়িত্ব ছিল কম। তারপর হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বারের মতো শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্বের নকশা অনুযায়ী শিল্পী হামিদুর রহমান স্থপতি এম এস জাফরের সঙ্গে মিলিতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার পুনঃনির্মাণ করেন।

Question 20

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে ‘শরীফ শিক্ষা কমিশন’ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় কবে?

A ১৯৫৮ সালে

B ১৯৬০ সালে

C ১৯৬২ সালে ✔

D ১৯৬৪ সালে

Solution:
১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস এম শরিফকে চেয়ারম্যান করে ‘শরিফ শিক্ষা কমিশন’ নামে একটি কমিশন গঠিত হয়। ২৬ আগস্ট, ১৯৫৯ এই কমিশনের পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয় ‘শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।’ রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয় ১৯৬২ সালে।

Question 21

কাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়?

A হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ✔

B শেখ মুজিবুর রহমান

C আবদুল হামিদ খান ভাসানী

D শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

Solution:
‘গণতন্ত্রের মানসপুত্র’ হিসেবে খ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

Question 22

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম সংগঠন ‘নেজামে ইসলাম’ কার নেতৃত্বাধীন ছিল?

A মওলানা ভাসানী

B এ. কে ফজলুল হক

C হাজী মোহাম্মদ দানেশ

D মওলানা আতাহার আলী ✔

Solution:
৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের দল-
১। আওয়ামী মুসলিম লীগ- মওলানা ভাসানী।
২। কৃষক শ্রমিক পার্টি- এ. কে ফজলুল হক।
৩। গণতন্ত্রী দল- হাজী মোহাম্মদ দানেশ।
৪। নেজামে ইসলাম- মওলানা আতাহার আলী।
৫। খেলাফতে রাব্বানী- আবুল হাশিম।

Question 23

‘আসাদের শার্ট’ কবিতার পটভূমি-

A ৭১’র মুক্তিযুদ্ধ

B ৬৬’র ছয় দফা

C ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান ✔

D ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন

Solution:
শহিদ আসাদ স্মরণে কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন কালজয়ী কবিতা ‘আসাদের শার্ট’। তাতে কবি লিখেছিলেন ‘আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা/সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;/আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।’ ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদ। এর পর আসাদের সেই রক্তমাখা শার্ট যেন হয়ে উঠেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ এ মিছিলে নেতৃত্বদান কালে পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। অনেক জায়গায় আইয়ুবের নামফলক নামিয়ে আসাদের নাম উৎকীর্ণ করে। এভাবে ‘আইয়ুব গেট’ হয়ে যায় ‘আসাদ গেট’।

Question 24

‘ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি’ ঘোষণা করেন কে?

A তাজউদ্দিন

B মওলানা ভাসানী ✔

C তোফায়েল আহমেদ

D শাহাজান সিদ্দিকী

Solution:
আটষট্টির ছাত্র আন্দোলন গণ অন্দোলনে পরিণত হয় মওলানা ভাসানীর ‘ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি’ এর মাধ্যমে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ পাবনার ডিসির বাড়ি ঘেরাওয়ের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূচনা ঘটে।

Question 25

কত সালে পূর্ববঙ্গের নামকরণ ‘পূর্ব পাকিস্তান’ করা হয়?

A ১৯৪৭

B ১৯৬৯

C ১৯৫৫ ✔

D ১৯৫৬

Solution:
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করা হয়।

Question 26

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’ গানটির গীতিকার কে?

A মোশারফ উদ্দিন আহমেদ

B গাজীউল হক

C আব্দুল লতিফ ✔

D রমেশ শীল

Solution:
ওরা আমার মুখে ভাষা কাইড়া নিতে চায়- গানটির গীতিকার আব্দুল লতিফ। ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রভাত ফেরিতে গাওয়া হয় বরিশালের মোশারফ উদ্দিন আহমেদের গান- মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল/ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে। ভুলব না ভুলব না- গাজীউল হক। ভাষার জন্য জীবন হারালি- রমেশ শীল।

Question 27

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ কত সালে গঠিত হয়?

A ১৯৪৭ ✔

B ১৯৫৪

C ১৯৫৫

D ১৯৫৬

Solution:
পাকিস্তানের ১ম গণপরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদ সদস্য ছিল: ৮০ জন (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হতে ৪০ জন করে) ২য় গণপরিষদ ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করে।

Question 28

ভাষা আন্দোলনের উপর আঁকা প্রথম ছবি ‘রক্তাক্ত-২১’ এর চিত্রশিল্পী কে?

A জয়নুল আবেদিন

B মনিরুল ইসলাম

C নিতুন কুণ্ড

D মুর্তজা বশীর ✔

Solution:
ভাষা আন্দোলনের ওপর আঁকা প্রথম ছবি ‘রক্তাক্ত-২১’ এর চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর।

Question 29

ভাষা আন্দোলনের সময় গঠিত ‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’ এর সভাপতি কে ছিলেন?

A গাজীউল হক

B অধ্যাপক আবুল কাশেম

C মওলানা আকরাম খাঁ ✔

D আব্দুল মতিন

Solution:
১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয়। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ।

Question 30

কাগমারি সম্মেলনের মূল এজেন্ডা কী ছিল?

A বাংলা ভাষার দাবি

B বৈদেশিক নীতি ✔

C অবৈতনিক শিক্ষা

D জমিদারি প্রথা বাতিল

Solution:

কাগমারী সম্মেলন ও ন্যাপ প্রতিষ্ঠা (Kagmari Conference & Establishment of NAP): ১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী। ৭ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে মূল আলোচ্যসূচি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি। এ সময় মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের 'আসসালামুআলাইকুম' বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং ঐ বছরই প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

Back